ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮৪৮

আগরতলা,২১ জুলাই,২০২৫

সারা দেশে বিহার প্রথম রাজ্য যেখানে সব ভোটকেন্দ্রে ১২০০-র কম ভোটার

বিহার সারা দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে এমন এক নজির স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১২০০-র কম ভোটার রয়েছে। দীর্ঘ লাইনের সমস্যা এড়াতে বিহারে ১২,৮১৭টি নতুন ভোটকেন্দ্র যোগ করা হয়েছে। বিহার এসআইআর নির্দেশিকা অনুযায়ী (২৪ জুন ২০২৫-এর আদেশ, পৃষ্ঠা ২, ধারা ৬/৭ ও পৃষ্ঠা ৭, ধারা ২(ক)), আগের ১৫০০ ভোটার/ভোটকেন্দ্র সীমা কমিয়ে ১২০০ ভোটার/ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে। এই ১২,৮১৭টি নতুন ভোটকেন্দ্র যুক্ত হওয়ার ফলে বিহারে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৭,৮৯৫ থেকে ৯০,৭১২ টি। বিহারের এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একটি উদাহরণস্বরূপ।

২. সিইও/ডিইও/ইআরও/বিএলও-রা ১২টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং এমন ২৯.৬২ লক্ষ ভোটারের তালিকা ভাগ করে নিয়েছেন যাঁদের ফর্ম এখনও পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ৪৩.৯৩ লক্ষ ভোটারের তালিকাও ভাগ করা হয়েছে, যাঁদেরকে তাঁদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। সকল রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তাঁদের জেলা সভাপতিদের ও ১.৫ লক্ষ বিএলএ-দের মাধ্যমে এই ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এর উদ্দেশ্য হল, ১লা আগস্ট ২০২৫-এ প্রকাশিতব্য খসড়া ভোটার তালিকায় কোনও যোগ্য ভোটার যেন বাদ না যান তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলি যেন একসাথে মিশন মোডে কাজ করে।

৩. ১লা আগস্ট ২০২৫ থেকে, কোনও সাধারণ নাগরিক খসড়া ভোটার তালিকায় নাম যোগ/বিয়োজন/সংশোধনের জন্য আপত্তি জানাতে পারবেন, ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের এসআইআর নির্দেশিকার (পৃষ্ঠা ২/অনুচ্ছেদ ৭) ভিত্তিতে।

৪. **মোট ভোটার (২৪ জুন ২০২৫ পর্যন্ত):** ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ জন।

৫. **ফর্ম প্রাপ্ত হয়েছে:** ৭,১৬,০৩,২১৮ (৯০.৬৭%)

৬. **ডিজিটাইজ করা ফর্ম:** ৭,০৮,৫৯,৬৭০ (৮৯.৭৩%)

৭. **যাঁদের তাঁদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি:** ৪৩,৯২,৮৬৪ (৫.৫৬%)

৭.১ মৃত ভোটার: ১৬,৫৫,৪০৭ (২.১%)

৭.২ স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত: ১৯,৭৫,২৩১ (২.৫%)

৭.৩ একাধিক স্থানে নাম তালিকাভুক্ত: ৭,৫০,৭৪২ (০.৯৫%)

৭.৪ খুঁজে পাওয়া যায়নি: ১১,৪৮৪ (০.০১%)

৮. **মোট কভারেজ (পয়েন্ট ৫ + ৭):** ৭,৫৯,৯৬,০৮২ (৯৬.২৩%)

৯. **বাকি ফর্ম এখনও প্রাপ্ত হয়নি:** ২৯,৬২,৭৬২ (৩.৭৭%)

ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****